বনমালীর গাছগাছালি!

ja kichhui rabindrabathre nia bolben er ekta nam age thikai dharmapran rabindra gushthi diyai rakhchhe : "rabindra-birodhita!" anekta jemon mollara bole "islam-birodhita".
[kabishabha] lopa bhabna, indira bhabna! 9.5.2005/bratya raisu

সুমন রহমানের এই লেখাটা (মানলে তালগাছ না মানলে বালগাছ!!) তার আগের পোস্টটার (রবীন্দ্রনাথ/রবীন্দ্র-অনাথ) চেয়ে একটু ভালো লাগলো আমার। বিশেষত তাল ও বালগাছের উল্লেখ লেখাটারে একটা মহীর"হ মর্যাদায় খাড়া কইরা দিছে। আমি দেখি সুমনের এই লেখাটারে তালগাছ (যেইখানে তার বক্তব্য আমি মানি) ও বালগাছের (যে অংশে আমি তার বক্তব্য মানি না) আলোকে দেখা যায় কিনা।

১.

তবে তো রবীন্দ্রনাথ আশা আছে, তুমি আছ কলকাতা থেকে দূরে গ্রামে
যেখানে সমস্যা আর সমাধান পাশাপাশি শুয়ে থাকে প্রকৃতি রয়েছে।
ব্যর্থকাম চিমনির গ্লানি রোজ আকাশের রাঙা গালে কালিমা লেপন
সেখানে করে না; তুমি শিখেছ কেমন ভাবে কথা বলে বিবাহিতা নদী।
এত জল নিয়েও সে অতি অকপটে চায় কার্তিকের কিছুটা শিশির।
তুমি সেইখানে থাক নদীর ভিতরে, তীরে কাশবনে হাত বোলাতেই
দেখা গেল তুমি এক বিরাট পুর"ষ আহা হাজার মাইল লম্বা, তবে
তোমাকে তো এখানেই থেকে যেতে হবে এই গ্রামাঞ্চলে মরণ অবধি।
তোমার অভিজ্ঞ ছন্দ, হৃদয়ের রস যারা মুখোমুখি বসে পায় তারা
তোমার কবিতা বোঝে শুধু তারা — এইসব নভোচারী ধবল বলাকা।
এদের রটনা শুনে শালিকেরা দায় পড়ে মেনে নেয় তুমি এক কবি
কে না জানে পৃথিবীকে খুব বেশি দুর থেকে অন্য গ্রহ থেকে দেখলেই
একটি নক্ষত্র বলে মনে হয়, এই সত্য চিরদিন মনে করে রেখে
কী যেন করেছ তুমি — এই বলে শালিকেরা আরো দূরে সরে যেতে যেতে।

(বিনয় মজুমদার)

উপরের এই কবিতা লইয়া সুমন রহমান বলতেছেন "কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সেই কবিতার শিরায় শিরায় রবীন্দ্রনাথের মনুমেন্টপ্রমাণ অবস্থান নিয়ে একটা পরিষ্কার বিদ্রূপ বহমান, যেটা রবীন্দ্রনাথের অবদানকে পাশ কাটায় না, সহমর্মী থাকে।" রবীন্দ্রনাথের মনুমেন্টপ্রমাণ অবস্থান নিয়া তাইলে বিদ্রূপ এই কবিতার শিরায় শিরায়? (শিরায় শিরায় কিনা সন্দেহ আছে, এক লাইনে

যে আছে মানলাম [...দেখা গেল তুমি এক বিরাট পুর"ষ আহা হাজার মাইল লম্বা...]) সুতরাং তালগাছ। অর্থাৎ বিনয়ের 'রবীন্দ্র বিরোধিতা' প্রমাণিত হইল। যেহেতু বিদ্রূপ করছেন।

২.

কিন্তু আমি তো রবীন্দ্রনাথরে বিদ্রূপ করি নাই। আমি আগেও বলছি রবীন্দ্রনাথের গান আমার ভালো লাগে।

"rabindranather gaan emne emnei shona jai. ami nije shunte pachhanda kori. uni shaheb chhilen boila jamindar chhilen boila gaan shunte ashubidha hoi na." ***[kabishabha] Re: Sudhasagarer teerete bosia: Bikolpo Ponchishe Boishakher sandhane 5.5.2005/bratya raisu***

সুমন রহমানের আরেকটা তালগাছ আমি যে রবীন্দ্রনাথের গান হুনি এই গোপন জিনিসটা জনমন্ডলির সামনে হাজির করতে পারছে। উনি বলতেছেন :

> "...ধইরা নিই যে আপনার রবীন্দ্র-অবধারণ মোটামুটি নবুয়তের ফর্মেই আপনের ওপর নাযিল হইছে। কিন্তু তাতেও একটা সমস্যা পাকাইতেছে আপনারই লেখা একটা কবিতা।
>
> বিরহে পরাণ থরোথরো
> ঘুরে মরিব একেলা
> গাবো ঠাকুরের গান
>
> এমন দিনেই তারে বলা যায়
> যা বলিনি এতদিন
> প্রথমত বৃষ্টির অভাবে
>
> আর আমার জন্যই এল এই গান জলের ওপরে ভেসে ভেসে
>
> (ব্রাত্য রাইসু, বর্ষামঙ্গল, আকাশে কালিদাসের লগে মেগ দেখতেছি)
>
> বিরহাক্রান্ত রাইসু একা একা ঘুরে ঘুরে ঠাকুরের গান গাইতেছে, এই কবিতার চিত্র যদি মোটামুটি এইরকমই হয়, তাইলে উহারে দয়া কইরা একটা অভিধা দিয়া দিবেন কি? আমাদের

একটু বইলা দিবেন কি, এই কবিতার সাথে আপনের বর্তমান রবীন্দ্র-অবস্থানের কোনো ধারাবাহিকতা আছে কি না? জানতে ইচ্ছা করতেছে।"

ধারাবাহিকতা না, সুমন। অবিকল একই অবস্থান আছে। আমি রবীন্দ্রনাথের গান হোনতেও রাজি আছি, তার চিন্তার ঘাপলা লইয়াও আলাপে রাজি আছি। তয় আপনের এই কবিতাপাঠের আধো দৃষ্টি বিষয়ে একটু সাজেশন এইখানে দেওয়া যায়। সেইটা হইল এই কবিতায় কিন্তু ঠাকুরের গান গাওয়া হইতেছে না। গাওয়ার বাসনা ব্যক্ত হইতেছে। তবে গাইলেও দোষ ছিল না। সুতরাং তালগাছ।

৩.

আপনি ভাবছেন যেহেতু রবীন্দ্রনাথরে সমালোচনা করছি সুতরাং ওনার সব জিনিসের খাইয়া না খাইয়া বিরোধিতা করতে হইব। আমি কখনো 'রবীন্দ্রবিরোধিতা' এই টার্মে বিশ্বাসী না। যে কাউরেই সমালোচনা করা যায়। সেই সমালোচনার পিছনে একটা 'বিরোধিতা' ট্যাগ লাগায় দিলে মনে হয় যেন বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করতেছে। এই ট্যাগ লাগানোর কামটা রবীন্দ্র সমালোচকরা কইরা আসতেছেন অনেকদিন। রবীন্দ্র সহমর্মী (!) সুমন রহমানও তাই করছেন তার এই লেখায় :

"আরো স্পেসিফিক হইয়া বলি: ধরা যাক, বাংলা সাহিত্যে যত রবীন্দ্র বিরোধিতা আছে সব একজাতের, শুধু রাইসুরটা আলাদা জাতের। এক্ষণে আমি জানতে চাই, ব্রাত্য রাইসু তার রবীন্দ্র বিরোধিতায় এ পর্যন্ত যত বাক্য লিখেছেন, তাত্ত্বিক ভাবে তার মধ্যে এমন কোনো বক্তব্য কি আছে, যেটি পোস্ট-কলোনিয়াল চিন্তার ধারাবাহিকতা ছাড়া এসেছে?"

যত রবীন্দ্র সমালোচনা আছে সব এক জাতের এইটা মানলাম না। সুতরাং বালগাছ। সুতরাং আলাদা ভাবে আমারটা নিয়া বলার কিছু নাই। আমার বক্তব্য পোস্ট-কলোনিয়াল চিন্তার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়াই আইছে তা মানতে আমার সমস্যা নাই যদি জানি সেই বস্তুটা কী। আর আপনে তো আগের পোস্টে এই নাম আমারে শিখানও নাই। আপনি এমনকি উদাহরণও দেন নাই পোস্ট-কলোনিয়াল চিন্তারাশির। আমি অন্ত বুঝতে পারতাম আমার আগে আর কারা এই রকমে প্রশ্ন করছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। আর তা কেন কেনই বা পোস্ট কলোনিয়াল? আর এই রকম তো হাজারটা সাধারণ গুণ আমার লেখায় আছেই। যেমন:

ক. আমি বাংলা হরফে লেখছি।

খ. আমি বাম দিক থিকা লেখছি।

গ. রবীন্দ্রনাথ আমার লেখার একটা বিষয়।

ঘ. আমার লেখার একটা শিরোনাম আছিল।

এগুলির কোনোটাই আমি অস্বীকার করি না। আমার বক্তব্য আছিল, আমি যা বলছি তা বলছি। সেইটা ইতিহাস নিরপেক্ষ এই রকম দাবি আমি করি নাই। আমার বক্তব্য ইতিহাস সাপেক্ষ আর সেই বক্তব্যের পাটাতন আগলাইতেছেন বিনয় মজুমদার দুইটা এক হইল না। সুতরাং বালগাছ।

পোস্ট কলোনিয়াল চিন্তার ধারাবাহিকতার এই প্রশ্নটা আপনার নতুন প্রশ্ন। আমার আগের উত্থাপিত জিজ্ঞাসার (১. বিনয়ের লগে আপনের দোনোমনার জায়গা কোনটা? ২. আমার বক্তব্যের পাটাতন হিসাবে কেমনে বিনয় বাবু কাজ করেন?) জবাবে আপনি নতুন প্রশ্ন করতেছেন দেখতেছি। উত্তরগুলি দিব কে? বালগাছে?

ব্রাত্য রাইসু
ঢাকা, ১৬/৫/২০০৫